STUDY MATERIAL: PART-2

CBCS

B.A. Philosophy Honours, 6th Semester

BAHPHILC601 (Philosophy in the Twentieth Century: Indian)

প্রশ্নঃ বিবেকানন্দের অনুসরণে কর্মযোগের পরম আর্দশটি ব্যাখ্যা কর।এই আর্দশটি কিভাবে অমরত্ব লাভের সোপান হয়?

উত্তরঃ বিবেকানন্দ বলেছেন যে,কর্মযোগ হয় নৈতিকতার প্রথাএবং এই প্রথা অর্জন করা যায় নিঃশর্ত ভাবে এবং ভালো কর্মের দ্বারা। কর্মযোগী কোনো মতবাদে বিশ্বাসী নয়,তিনি কোন অধিবিদ্যাগত তত্ত্বে বিশ্বাসী নন,তিনি কেবলমাত্র আত্মউপলব্ধিতে বিশ্বাসী এবং নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী কর্ম করে যান।কর্মযোগের প্রথম শর্ত হল কর্মের মূল্য এবং গুরুত্বে উপর জোর দেওয়া এবং দ্বিতীয় শর্ত হল নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ম করা।

কর্মযোগের প্রথম বিষয়টি হল, কোন বিষয়ের উপর মনোযোগী না হওয়া।মানুষ এই পৃথিবীতে বাস করে এবং সে মঙ্গল,অমঙ্গল,যন্ত্রনা এবং কষ্ট নিয়ে বসবাস করে।

কর্মযোগের দ্বিতীয় বিষয়টি হয় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।কর্মযোগী নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করবে।সে এই পৃথিবীতে কোন বিশেষ শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হবে না।বিবেকানন্দ বলেছেন যে,যে কোন ব্যক্তিকে কর্ম করতে হবে শিক্ষকের মতো,দাসত্বের মতো নয়।যদি কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ স্বার্থে কর্ম করে তাহলে তিনি দাসত্বে পরিণত হবেন। বিবেকানন্দ বলেছেন যে,তিনি গীতার নিষ্কাম কর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।গীতা আমাদিগকে নিষ্কাম কর্ম করতে উপদেশ দিয়ে থাকে।মানুষ যখন ফলের প্রতি আকাঙ্খা পরিত্যাগ করে কর্ম করে তখন তাকে নিষ্কাম কর্ম বলে।এই ধরনের কর্মে কোন আসক্তি থাকে না,ব্যক্তি আসক্তিহীন হয়েই কর্ম করে।বিবেকানন্দ লর্ড বুদ্ধের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে,বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভ করার জন্য সারা জীবন কর্ম করেছেন।বুদ্ধদেবের কর্ম হয় আদর্শ কর্ম।বুদ্ধদেব দুঃখকে দূর করার জন্য আসক্তিহীন কর্মের কথা বলেছেন।বিবেকানন্দ বলেছেন যে,সেই ব্যক্তি হন আসল কর্মযোগী যিনি কোন উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে অথবা কোন অর্থ বা খ্যাতির দ্বারা অথবা অন্য কোন কিছুর দ্বারা পরাচালিত না হয়ে কর্ম করেন;যখন কোন মানুষ এই ধরনের কর্ম করেন তখন তিনি বুদ্ধদেবে পরিণত হন।এই ধরনের মানুষ কর্মযোগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বহন করে।

এখন প্রশ্ন হল কিভাবে অমরত্ব লাভ করা যায়? এই প্রশ্নেউত্তরে বিবেকানন্দ বলেছেন যে,অমরত্ব হয় বহুত্বের মধ্যে একত্বের উপলব্ধি,ইহাহয় সকল প্রকার বাধা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।সব সময় নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা এবং সকল কিছু থেকে নিজেকে মুক্ত করা হয় একত্বের উপলব্ধির প্রথম শর্ত। কোন ব্যক্তি যদি সমস্তরকম বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে তাহলে ব্যক্তি অমরত্ব লাভ করতে পারে।ইহাই হয় অমরত্বের উপলব্ধি।

প্রশ্নঃ বিবেকানন্দের অনুসরণে জ্ঞানযোগের স্বরূপ আলোচনা কর।জ্ঞানযোগের অনশীলনে সন্ন্যাস অপরিহার্য কেন? Q.M.6

উত্তরঃ জ্ঞানযোগের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন যে, অজ্ঞতার কারণে আমাদের বন্ধন হয়।অজ্ঞতা বলতে তিনি জ্ঞানের অভাবকেই বুঝিয়েছেন। সত্য এবং অসত্যের মধ্যে পার্থক্য না করতে পারাই অজ্ঞতা।এই অজ্ঞতার জন্যই ব্যক্তি আসল এবং নকল বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।আত্মজ্ঞান হয় ব্রহ্মজ্ঞান,ঐক্যতার জ্ঞান।

বিবেকানন্দের মতে এই আত্মজ্ঞান শুধুমাত্র পড়াশোনা করে অথবা জ্ঞানী শিক্ষকের কথা শুনে লাভ করা যায় না।জ্ঞানযোগের জন্য প্রয়োজন একাগ্রতা আর এই একাগ্রতা লাভ করা সহজ বিষয় নয়,এর জন্য প্রয়োজন আত্মসিদ্ধি,আত্মার সামগ্রীক জ্ঞান।

দৈহিক ক্রিয়ার জন্যই সকল শক্তি নষ্ট হয়ে যায়,আর এই কারণে আত্মার শক্তিকে দৈহিক ক্রিয়াকলাপ থেকেযতদূর সম্ভব প্রত্যাহার করে নিতে হবে অর্থাৎ দেহ ও ইন্দ্রিয়কে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।বিবেকানন্দ বলেছেন যে,সর্বপ্রথম আমাদের ধ্যান নেতিমূলক হতে হবে অর্থাৎ সমস্ত চিন্তাকে দূর করে দিতে হবে।যা আমাদের মনে আসে সেই সমস্ত বিষয়গুলিকে প্রবল ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণ করে তাকে থামিয়ে দিতে হবে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের মনে যে সমস্তবিষয় আছে,সেই বিষয়ে মনোনিবেশ করতে হবে।মনের মধ্যেতিনটি ভাব আনতে হবে-সৎ,চিৎ এবং আনন্দ।এই তিনটি ভাব হয় অস্তিভাব,জ্ঞানস্বভাব এবং প্রেমস্বরূপ।ধ্যানের মাধ্যমেই দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের ঐক্যের অনুভূতি আসে।

বিবেকানন্দ বলেছেন যে,আত্মার স্বরূপকে জানতে হবে এবং পরিশেষে আত্মার সঙ্গে জগতের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।আমি যে সাক্ষীস্বরূপ,আমি যে দ্রষ্টা তার উপলব্ধি করতে হবে।আমি যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ,আমি যে সব কিছু এই উপলব্ধি করতে হবে।পরিশেষে দেহের কামনা বাসনাকে দূর করতে হবে অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের চাহিদার পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে।

জ্ঞানযোগের অনুশীলনে সন্ন্যাস অপরিহার্য। বিবেকানন্দ বলেছেন যে জ্ঞানযোগের জন্য আত্মজ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।তাছাড়া জ্ঞানযোগের জন্যআত্মত্যাগ একটি অনিবার্য শর্ত।এই আত্মত্যাগ সমস্তরকম স্বার্থপরতা থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করে এবং দেহ,মন এবং ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত করে,একেই বলে বৈরাগ্য।

ধ্যানের অভ্যাসের পরে আমাদের দেহের সমস্ত শক্তি জ্ঞানের দিকে নিয়ে যায়।এর ফলে ঐশ্বরিক চরিত্রকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।এর ফলে ব্যক্তি সমাধি লাভ করেন। এই সমাধিতে ব্যক্তির মধ্যে আত্মা এবং ব্রহ্মের কোন ভেদ থাকে না। ব্যক্তি একত্বের উপলব্ধি করে,ইহাই হয় জ্ঞানমার্গ।